রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ২৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩৩—৩৪০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৬৩—৫৮৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯২৫—৯৪৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৯.১৯(বি.মা)-১৩৬**—যেহেতু জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮), সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় গত ২৮-০১-২০১৯ তারিখ হতে ১৮-০৩-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বরিশাল হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর স্বামী প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭)-এর সাথে দীর্ঘ দিন ধরে বিরাজমান দাম্পত্য কলহের কারণে তিনি সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও গত ০৬-০৩-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস-এর কর্মস্থল বোরহান উদ্দিন উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলীর অফিসের সামনে তাঁর গাড়ি থামিয়ে গাড়ির স্ট্যান্ড ভাঙ্গার চেষ্টা করেন, না পেরে স্ট্যান্ডের কভার ফেলে দেন এবং শক্ত কোন বস্তু খুঁজতে থাকেন, গাড়ির উপর থাপ্পড় দিতে থাকেন, এমনকি উপজেলা প্রকৌশলীর অফিসের সামনের রেলিং ভাঙ্গারও চেষ্টা করেন এবং সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও দাম্পত্য কলহের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য পন্থায় সমাধানের চেষ্টা না করে বিষয়টি রাস্তায় জনসমক্ষে প্রকাশ করে প্রশাসন ক্যাডারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-১১-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৯.১৯(বি.মা.)-৪৯০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয় ; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১১-১২-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১১-০২-২০১৯ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২৯-০৯-২০২০ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮) প্রকাশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটির বিষয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং বিষয়টি গ্রহণযোগ্য পন্থায় সমাধানের চেষ্টা না করে জনসমক্ষে প্রকাশ করায় এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তথা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ; এবং

৪। যেহেতু, একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮)-এর প্রকাশ্যে এ ধরনের আচরণ একেবারেই কাম্য নয় এবং বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সার্ভিসের মানমর্যাদা বিনষ্ট করেছেন-সেটি তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী 'পদোন্নতি পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে ; এবং

৫। যেহেতু জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮), সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় তাঁর উপর আরোপিত লঘুদণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য ১২-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্টপতি সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে "আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(খ) বিধিমালা অনুযায়ী তাঁকে প্রদত্ত 'পদোন্নতি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘু দণ্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো ;"

৬। সেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বরিশাল বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাঁকে প্রদত্ত 'পদোন্নতি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘু দণ্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৯(বি.মা)-১৩৭**—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৫-০৪-২০১৬ তারিখ হতে ০৬-০৩-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বোরহান উদ্দিন, ভোলা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর স্ত্রী বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব আফরোজা বেগম পারুল (পরিচিতি নং-১৬১৯৮)-এর সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান দাম্পত্য কলহের বিষয়টি তাঁর দায়িত্বহীনতার কারণেই তাঁর স্ত্রী রাস্তায় জনসম্মুখে প্রকাশ করেন এবং তাঁর এরূপ দায়িত্বহীন আচরণের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-১১-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৯ (বি.মা.)-৪৮৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয় ; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১২-১২-২০১৯ ইং তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ১১-০২-২০২০ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের দাম্পত্য কলহের বিষয়টি রাস্তায় জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরির নেপথ্যে জনাব আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭) এর দায় রয়েছে মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ; এবং

৪। যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আব্দুল কুদ্দুসের এই ধরনের আচরণ একেবারেই কাম্য নয়, তাঁর স্ত্রী নিজেও একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তাই তাদের দাম্পত্য কলহের বিষয়টি একতরফা হতে পারে না এবং তাঁর এই দায়িত্বহীন আচরণের কারণেই তাঁর স্ত্রী এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ করেছেন মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪ (২) (খ) বিধি অনুযায়ী 'পদোন্নতি পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে ; এবং

৫। যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭) প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁর উপর আরোপিত লঘুদণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য ০৪-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে 'আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(খ) বিধিমালা অনুযায়ী তাঁকে 'পদোন্নতি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘু দণ্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো;

৬। সেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (পরিচিতি নং-১৬০৯৭) প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাঁকে 'পদোন্নতি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত' রাখার লঘু দণ্ড হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।"

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.১৯(বি.মা)-১৩৮—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নং-১৫১৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, কক্সবাজার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তথ্য গোপন করে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১৭-০৬-২০০৯ তারিখে বেগম তামান্না রহিম ফালগুনী, পিতা-মরহুম আব্দুর রহিম, সাং-৭০/বি আর কে মিশন রোড, ময়মনসিংহ সদরকে বিবাহ করা, স্ত্রী হিসেবে তাকে প্রাপ্য আইনগত অধিকার হতে বঞ্চিত রাখার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৬-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.১৯(বি.মা.)-২৭৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ২৭-০৬-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করায় গত ২৯-০৯-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় বেগম মুনিমা হাফিজ (পরিচিতি নং-৬৩৩৫), যুগ্মসচিব (সওব্য-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ১৮-০২-২০২০ তারিখ দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে "অভিযুক্ত জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নং : ১৫১৮০) এর স্ত্রী , এক ছেলে ও এক মেয়ে থাকা সত্ত্বেও বেগম তামান্না রহিম ফাল্গুনীকে বিয়ে করেন, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেননি বরং তিনি মৌখিকভাবে, এমনকি লিখিতভাবেও তা স্বীকার করেছেন, গত ০৯-০২-২০২০ তারিখে অভেযোগকারীসহ শুনানিতে হাজির হলে বেগম তামান্না রহিম ফাল্গুনীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে এটি তাঁর ৩য় বিয়ে, প্রথম স্ত্রীর সাথে ডিফোর্স হওয়ার পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং পরবর্তীতে তিনি অফিযোগকারীকে বিয়ে করেন মর্মে জানান, বিবেচ্য মামলার অভিযোগকারী ও সাক্ষী বেগম তামান্না রহিম তাঁর লিখিত জবান বন্দিতে উল্লেখ করেন, তার স্বামী জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার তাঁর আগের বিয়ের তথ্য গোপন করে তাকে বিয়ে করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি দুইজন স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখেননা, এমনকি অভিযোগকারীকে মারধরও করেন মর্মে তিনি জানান, সার্বিক বিষয়টি সামাজিক, পারিবারিক ও চাকরীর শৃঙ্খলার সাথে সম্পৃক্ত, একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তিনিও এ সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ, তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে পারিবারিক দায়িত্ববোধ যেমন ক্ষুণ্ন হয়েছে, তেমন তাঁর প্রথম স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিগণও সমাজের কাছে হেয় হচ্ছেন তাছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীকেও তিনি সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছেন এছাড়াও তাঁর এহেন কার্যকলাপ শুধুমাত্র তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবনকেই দুর্বিষহ করেননি, তাঁর প্রথম স্ত্রী ও সন্তানেরা ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন, এ অসংগত আচরণ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে যেমন ক্ষতিকর, চাকুরীর শৃঙ্খলার জন্যও হানিকর, জবাববন্দি, সাক্ষীর বক্তব্য ও দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নংঃ ১৫১৮০) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে" সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ২(খ) বিধিমালার "অসংগত আচরণ বা চাকুরীর শৃঙ্খলার জন্য হানিকর আচরণ, অথবা সরকারি কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালার কোন বিধানের পরিপন্থি কোন কার্য অথবা কোন সরকারি কর্মচারীর পক্ষে শিষ্টাচার বর্হিভূত কোন আচরণ"কে অসদাচরণ বলে বলা হয়েছে তাছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) এর বিগত ০৫ মার্চ ১৯৮৮/২১ ফাল্গুন ১৩৯৪ তারিখে সম (বিধি ৫১)১ডি-১১/৮৭-২২ সংখ্যক পরিপত্র "নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যৌতুকের দাবী ইত্যাদি কারণে পারিবারিক জীবনে অশান্তি, স্বামী-স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরের প্রতি দুর্ব্যবহার, নির্যাতন"কে অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, এ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৫)(গ) অনুযায়ী তাকে গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং অভিযুক্তের অপরাধ পর্যালোচনা করলে তিনি গুরুদণ্ড পাওয়ায় যোগ্য বলে প্রতীয়মান হলেও এই বিষয়গুলা বিবেচনা করে তাঁর প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করা হয় যে অভিযুক্ত একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, তাঁর ০৪টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রয়েছে, যারা প্রত্যেকে পড়ালেখা করে, ছোট মেয়েটি ক্লাস-টু এর ছাত্রী, এতবড় একটি সংসার তাকে চালাতে হয় এবং মুহূর্তে যদি তাঁকে গুরুদণ্ড আরোপ করে সরকারি চাকুরী হতে অবসর/অব্যাহতি/বরখাস্ত করা হয় তাহলে তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পড়ালেখা ও জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, আর পিতার অপরাধের কারণে সন্তানদের দুর্ভোগের শাস্তি প্রদান করা সঠিক হবে না ইত্যাদি বিবেচনায় লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(ঘ) বিধিমালা অনুযায়ী তাঁকে '৩ বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ৬নং গেডে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৪৫,৩৩০/- টাকা হতে নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে নামিয়ে দেওয়ার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নং-১৫১৮০) তাঁর উপর আরোপিত লঘুদণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য ০১-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে "আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত '৩ বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ডটি হ্রাস করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো";

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নং-১৫১৮০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার (পরিচিতি নং-১৫১৮০) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক পূর্বে প্রদত্ত '৩ বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড হ্রাসপূর্বক উক্ত বিধিমালার ৪(২) (ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো";

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৭/২৮ মার্চ ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৮৭.১৬-২৭০**—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের "চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোহাম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বুধবার রাত ১২:১৫ মি. সি. এস. সি আর হাসপাতাল (প্রা:) লিমিটেড, চট্টগ্রাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি............. রাজিউন)।

২। জনাব মোহাম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৮ মে ২০০১ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের যোগদান করেন। তিনি গত ১৫ মে ২০১৬ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের "চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব মোহাম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ,নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোহাম্মদ গোলামুর রহমান (৬৮০৪) এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদানা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শোক বার্তা

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৭/২৮ মার্চ ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৭৯.২১-২৭৩**—কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বেলা ০২.৫৫ মি. ল্যাব এইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি............. রাজিউন)।

২। জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) ০১ নভেম্বর ১৯৬৫ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক (উপসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ,নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ সেলিম (পরিচিতি নং-৭৮৭০) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদানা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শোক বার্তা

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৭/২৮ মার্চ ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৮২.২১-২৮১—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (পরিচিতি নম্বর-২০১৮৯) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ রাত ০৯.০৮ মি. কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)।

২। জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (২০১৮৯) ১৫ মার্চ ১৯৬৫ তারিখে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২১ জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখে তৎকালীন বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রাজশাহী স্থাপন প্রকল্প" এর প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (পরিচিতি নম্বর-২০১৮৯) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ,নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (পরিচিতি নম্বর-২০১৮৯) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদানা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ চৈত্র ১৪২৭/২৩ মার্চ ২০২১

নং **০৭.০০.০০০০.০৮২.২৭.০০১.২১-১৪০**—জনাব মোঃ গোলাম রহমান, সাবেক মহাপরিচালক, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর (বর্তমানে সিএজি কার্যালয়ে রিজার্ভ পদে পদায়িত) এর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য স্বেচ্ছাচারিতা ও নিয়মবহির্ভূতভাবে দাপ্তরিক বিভিন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৩১,০০১১১.০০ টাকা আত্মসাতসহ অর্থ তছরূপের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ করা হয়েছে;

২। সিএজি কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের (জানুয়ারি/২০২০খ্রিঃ হতে জুন/২০২০ খ্রিঃ সময়ের) বাজেট ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের লক্ষ্যে গঠিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটির তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়নতার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৩। জনাব মোঃ গোলাম রহমান, সাবেক মহাপরিচালক, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর (বর্তমানে সিএজি কার্যালয়ে রিজার্ভ পদে পদায়িত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ১২ (১) অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি খোরাকীভাতা (Subsistence allowance) প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৫ মার্চ ২০২১ খ্রি:

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/৮৭-৮২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ তৌহিদুজ্জামান, পিতা-মৃত মোঃ জাহান আলী, মাতা-মোছাঃ জাহানারা, গ্রাম-মনোহরপুর, ডাকঘর-রাজগঞ্জ, উপজেলা-মনিরামপুর, জেলা-যশোর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ০৯নং ঝাঁপা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ২৯ মার্চ ২০২১ খ্রি:

নং বিচার-৭/২এন-০৮/৭৫-৮৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মাসুম বিল্লাহ, পিতা-আঃ বারেক, মাতা-মমতাজ বেগম, গ্রাম-নিশান বাড়ীয়া, ডাকঘর-পূর্ব চাকামইয়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ১নং চাকামইয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৮ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-১৫/২০১২-৯৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ সাঈদ আহমেদ, পিতা-মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, মাতা-রাবিয়া খাতুন, গ্রাম-রায়তলা, ডাকঘর-দারোরা-৩৫৪০, উপজেলা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ১৬নং ধামঘর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪২৭/২২ মার্চ ২০২১

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২১.১৬-১০৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কাশেম, প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) [বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ)] অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন তার লিখিত জবাব ও শুনানীতে প্রদত্ত

বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরি হতে অপসারণ গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from Service)" গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং কর্ম কমিশন উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কাশেম, প্রাক্তন জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) [বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (গ)] মোতাবেক "চাকরি হতে অপসারণ(Removal from Service)" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা বিআরটি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০৪৫.০৫.০০১.১৫-২৬**—Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited (Dhaka BRT) এর Articles of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

পরিচালকবৃন্দ

২. শেখ মোহাম্মদ মোরশেদ, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৪. খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
৫. শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৬. ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব ও পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগ
৭. অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ, ডীন, আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিং অনুষদ, বুয়েট
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৯. জনাব মোঃ মুনতাকিম আশরাফ, সিনিয়র সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই
১০. জনাব মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ, সভাপতি, আইসিএবি
১১. জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি।
১২. জনাব সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেড।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অপূর্ব কুমার মন্ডল
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০২ শাখা

আদেশ

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৫.১৮-২৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হক, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, (বর্তমানে-আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রাংগামাটি) চাঁদপুর কর্মকালে জনসাধারণকে হয়রাণি করাসহ বিদেশী (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের পাসপোর্ট দেয়ার মত অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন-মর্মে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৯/পাসপোর্ট রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৮-০৭-২০১৯ তারিখে ৫৮.০০. ০০০০. ০৭৭.২৭.০০৫.১৮.১৯ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি ২২-০৮-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ০৬-১১-২০১৯ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ সরকার পক্ষের জনাব আল আমিন মৃধা উপ-পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ কর হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হক কর্তৃক প্রদত্ত কৈফিয়তের জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে আরো অগ্রসরের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ২৭-০২-২০২০ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হক, সহকারী পরিচালক, এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হক, সহকারী পরিচালক, এর বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যলোচনাপূর্বক মোহাম্মদ জাহিদুল হককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' **এর** অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা হলো।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হক, সহকারী পরিচালক, এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হক, সহকারী পরিচালক, এর বর্তমান বেতন স্কেল ৯ম গ্রেড (২২,০০০-৫৩,০৬০) এবং মূল বেতন ৩০৯৯০ টাকা। অবনমিত ধাপে তাঁর মূল বেতন হবে ২২,০০০ টাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শহিদুজ্জামান
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১০.২০১৯-৯০**—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম (বিপি নং-৬৬৯১০৮৫৩২৪), অফিসার ইনচার্জ, হারাগাছ থানা, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, কোতয়ালী থানা, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ১৪/২০১৭ তারিখঃ ১০-০৭-২০১৭ রুজু করা হয়। উক্ত বিধিমালার বিধি নম্বর ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাব "০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর দণ্ড প্রদান করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম (বিপি নং-৬৬৯১০৮৫৩২৪), গত ০৬-১২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত লালমনিরহাট জেলাধীন পাটগ্রাম থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে টাকার বিনিময়ে বিধি বহির্ভূতভাবে পাথর উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করা, টাকা প্রদান না করলে পাথর উত্তোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানোর হুমকি, পাথর উত্তোলনকারী বোমা মেশিনগুলো যথাযথভাবে জব্দ না করে পাটগ্রাম থানার এন বেআইনিভাবে বিক্রিপূর্বক লাভবান হওয়া, বুড়িমারীস্থ পাথর আমদানীকারকগণদের মামলার ভয় দেখিয়ে নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় এবং ট্রাক, ট্যাংক, লরি, শ্রমিক ইউনিয়ন, বুড়িমারী হতে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়।

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা থাকায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। কারণ দর্শানোর জবাব, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ব্যক্তিগত শুনানি এবং সার্বিকভাবে নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি কর্মাচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

৪। যেহেতু, আপিলকারীর আপিল আবেদন, মামলার নথি ও আপিলকারীর বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) এর আদেশ মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে ; এবং

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম কে গত ১০-০৭-২০১৭ তারিখের ১৪/২০১৭ নম্বর মামলায় তার উপর আরোপিত দণ্ড ১ (এক) বছর হ্রাস করে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" রাখার আদেশ প্রদান করা হলো। তবে গুরুদণ্ডের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভবিষ্যত পদোন্নতির ক্ষেত্রে এ গুরুদণ্ড বিবেচনায় আসবে না।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ ফাল্গুন ১৪২৭/১৪ মার্চ ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪৬.২০-২৬৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), নিয়ামতপুর, নওগাঁ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, জনাব মোঃ আতাউল গনি, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ কর্তৃক জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, রসুলপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এর সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ ইমপ্রেষ্ট ফাণ্ডের চলতি হিসাবে জমা করেন এবং ২৪-১১-২০১৯ এবং ২৫-১১-২০১৯ তারিখের মোট ০৬ (ছয়) টি চেকে জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন এর স্বাক্ষর নিয়ে উক্ত চেকে টাকার পরিমাণ অংক ও কথায় লিখার স্থান টেম্পারিং করে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে লিখে জিপি ফাণ্ডের ২৭,৪০,০০০(সাতাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকাসহ সর্বসোট ৩০,২৪,৯২০ (ত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বিশ) টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যে চরম অবহেলা করেছেন এবং চেকের নিরাপদ হেফাজত করেননি এরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩ এর দফা (খ) ও (ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct), ও দুর্নীতি এর অভিযোগ বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় ;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করলে গত ২৫-০২-২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে তিনি বলেন, মেডিকেল অফিসারের পদনামের হিসাব নম্বরটি ইমপ্রেস্ট ফান্ড নামে প্রচলিত। যার টাকা দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত টাকা পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়। জনাব মোঃ আতউল গনি অভিযুক্ত কর্মকর্তার অজ্ঞাতসারে জিপিএফ এর অফেরৎযোগ্য মঞ্জুরিকৃত ২৭,৪০,০০০ (সাতাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার বিল প্রস্তুত করে অভিযুক্তের এবং জনাব মোঃ আফজাল হোসেনের স্বাক্ষর জাল করে হিসাবরক্ষণ অফিসে দাখিল করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে বিল পাস করিয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে ইমপ্রেস্ট ফাণ্ডে জমা প্রদান করেন এবং উক্ত টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেণ। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন এ বিষয়ে নিয়ামতপুর থানায় জিডি করে উপপরিচালক, নওগাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। জনাব মোঃ আতাউল গনি প্রতারণা করে টাকা আত্মসাত করেন এবং পরবর্তীতে আত্মসাৎকৃত সমুদয় অর্থ জনাব মোঃ আফজাল হোসেনর ব্যক্তিগত হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করেন।

৩। যেহেতু, জনাব মোঃ আতাউল গনি, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, নিয়ামতপুর এর নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় হয়েছে এবং উক্ত অর্থ জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারকে পরিশোধ করা হয়েছে;

৪। সেহেতু, অভিযোগ, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক অভিযুক্ত জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর নওগাঁ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭/১০ মার্চ ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.০৪.০২১.২০১৬-১৭৬**—জনাব মোঃ আখতার হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর) দুর্নীতি দমন কমিশন, রংপুর এর চার্জশীটভুক্ত আসামী হয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, রংপুরে মামলা নং-০২/২০১৯ এ গত ১০-০২-২০২১ তারিখে মাননীয় আদালতে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিনের আবেদন করলে আদালত জামিন না-মঞ্জুর করে উক্ত কর্মকর্তাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। তিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন বিধায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ এর (১) ও (২) ধারামতে তাকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি খোরাকী ভাতা (Subsistance allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ১০-০২-২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৭/১০ মার্চ, ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০২.২০-১৮১—মোঃ সাদ্দাম হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (প্রেষণে), জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প,এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার গ্রামীণ সড়ক মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মের অীভযোগে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর অনুচ্ছেদ (খ) ও (ঘ) বিধিতে বর্ণিত অভিযোগে অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণতার অভিযোগে একই বিধিমালার ১২ বিধি অনুযায়ী সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী “অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণাতার” অীভযোগে বিভাগীয় মামলা নং ০০২/২০২০ রুজু করা হয়। মোঃ সাদ্দাম হোসেন এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রম অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার আনীত অভিযোগের সতত্য প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক)-এ উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী “তিরস্কার দন্ড” এবং ৪(২)(খ) এর বিধি অনুযায়ী “০২ (দুই) বৎসরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত” দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হলো। একইসাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক সকল ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।